FEB. 3 2001

দৈনিক ইত্তেফাক

পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

প্রাথমিক শিক্ষার হালচাল

গত বুধবার দৈনিক ইত্তেফাকের সিলেট সংবাদদাতার একটি প্রতিবেদনে সিলেটে প্রাথমিক শিক্ষার হালচাল তুলিয়া ধরা হয়। 'স্কুলের খাতায় ছাত্রের সংখ্যা আর বাস্তবচিত্র ভিন্ন' শিরোনামে এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত হইয়াছে, সিলেট জেলার ১১টি উপজেলায় প্রায় ২ হাজার প্রাথমিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। সিলেট জেলা প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের জরিপ অনুযায়ী এই সকল বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুর সংখ্যা ৩ লক্ষ ৮৯ হাজার ৬৭৯। ইহার মধ্যে ৩ লক্ষ ৭২ হাজার ৫৬ জন বিদ্যালয়ে ভর্তি রহিয়াছে। বিভিন্ন এনজিও পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে ৯ হাজার ৩২৪ জন শিশু ভর্তি হইয়াছে। সিলেটের চারটি জেলায়ই এই ধরনের ভর্তির জরিপকে অনেকেই 'বুখ ফিগার' বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। গ্রামাঞ্চলে বালক-বালিকাদের নাম স্কুলের খাতায় থাকিলেও অধিকাংশই কৃষিকাজে, মুদির দোকানে পরিবারের অভিভাবকদের সহায়তা দিয়া থাকে। প্রথমে স্কুলে ভর্তি হইলেও শেষ পর্যন্ত নানা কারণে স্কুলের সহিত তাহাদের কোন সম্পর্ক থাকে না।

দেশের শিক্ষায়াতনগুলিতে ছাত্র সংখ্যা, শিক্ষক সংখ্যা সঠিকভাবে জানিবার উপায় নাই। এমনকি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঠিক পরিসংখ্যানও পাওয়া যায় না। ইহার প্রধান কারণ ছাত্রসংখ্যা, শিক্ষক সংখ্যা ইত্যাদি বাড়াইয়া লেখা হইলে সরকারী অনুদান বাড়ে এবং প্রতিষ্ঠানের মান মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। ভুয়া ছাত্র-শিক্ষকদের সুবাদে অনেক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান প্রাপ্য অনুদানের অতিরিক্ত মঞ্জুরি আদায় করিয়া লইয়াছে। কাগজপত্রে অনেক প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব আছে, কিন্তু বাস্তবে উহার হদিস নাই, এইরূপ অভিযোগও উত্থাপিত হইতে দেখা যায়। দেশের মাদ্রাসা জাতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির একই অবস্থা। অর্থাৎ ক্ষেত্রবিশেষে কাজীর গরু কাগজে আছে, গোয়ালে নাই।

সম্প্রতি জাতীয় সংসদে জাতীয় শিক্ষা নীতি উপস্থাপিত হইয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে, আগামীতে বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ হইবে ৮ বৎসর। মাতৃভাষার মাধ্যমে একই মান ও বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে। ৮ বৎসর মেয়াদী শিক্ষা চালু করা হইবে ইবতেদায়ি মাদ্রাসাগুলিতে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ইংরাজী অতিরিক্ত বিষয় হিসাবে পড়ানো হইবে এবং তৃতীয় শ্রেণী হইতে ইংরাজী হইবে বাধ্যতামূলক। বাধ্যতামূলক ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থাও থাকিবে তৃতীয় শ্রেণী হইতে। জাতীয় শিক্ষানীতি ৮ বৎসর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষা বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন বলা যায়। এই শিক্ষানীতি কতখানি বাস্তবায়িত করা সম্ভব এবং উহার ফলাফল কি হইবে, তাহা এই মুহূর্তে নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। তবে প্রতি বৎসর যে লক্ষ লক্ষ শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তি হইবার পর বিদ্যালয় হইতে ঝরিয়া পড়ে, তাহাদের ঠেকানো না গেলে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে 'কাঙ্ক্ষিত ফল লাভের সম্ভাবনা নাই। শিক্ষানীতিতে যত ভাল শিক্ষাদান ও নীতির কথাই থাকুক না কেন!

শিক্ষা প্রতিটি শিশুর সাংবিধানিক অধিকার। এই অধিকার নিশ্চিত করার দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করিয়া গত বৎসর প্রধানমন্ত্রী শিশু কল্যাণ ট্রাষ্টের সভায় শ্রমজীবী শিশুদের প্রাথমিক ও কারিগরি শিক্ষার সুযোগদানের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। খাটিয়া খাওয়া একজন শিশু শ্রমিকের পক্ষে সাধারণ নিয়মে লেখাপড়া করা সম্ভব নহে বলিয়া তাহাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা লওয়া হইয়াছে। এই পর্যন্ত ২ লক্ষাধিক শিশুকে এই ধরনের শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় আনা হইয়াছে। কিন্তু ৭০ লক্ষাধিক কর্মজীবী শিশুকে অনুরূপ সুন্দর জীবনের পথ হইতে বঞ্চিত করা উচিত হইবে না। সরকারী-বেসরকারী প্রচেষ্টায় শ্রমজীবী শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি এবং যথাযোগ্য শিক্ষাদানের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে তাহাদেরকে অঙ্গীভূত করিয়া পুনর্বাসিত করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের জাতীয় লক্ষ্য ছিল '২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা'। সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য দেশে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু হয়। কিন্তু দেশের অনেক গ্রামে এখনও কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় নাই। এই অবস্থায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা তথা নিরক্ষরতামুক্ত বাংলাদেশের শ্লোগান যথাশীঘ্র ও যথাসময় কতটা বাস্তবায়ন হইতে পারিবে ইহাই প্রশ্ন। প্রাথমিক শিক্ষার অঙ্গন নানাবিধ সমস্যার ভারে জর্জরিত। যথাযোগ্য শিক্ষকের অভাব, শিক্ষকদের ক্লাসে অনুপস্থিতি, শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীতে নানাবিধ দুর্নীতি ইত্যাদি বহুমুখী সমস্যা প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। ভুয়া ছাত্র, শিক্ষক ও শিক্ষায়তনের হিসাব এই সকল সমস্যায় বোঝার উপর শাকের আঁটি।

দেশের মানুষ প্রাথমিকসহ সকল স্তরের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিকে সুস্থ ও সচল দেখিতে চায়। 'শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড' এই আপ্তবাক্যের উদ্ধৃতিই যথেষ্ট নয়, আমরা যেন মেরুদন্ডহীন সরীসৃপ জাতিতে পরিণত না হই, এই সচেতনতা সবার মধ্যে কাম্য।